গর্ভাবস্থায় নারীর উপর নির্যাতনের উৎপাদকসমূহ এবং এই নির্যাতনের প্রভাব সংক্রান্ত গবেষণা - IMPROVE_LIFE

গবেষণার পটভূমি

স্বামী বা যৌন সঙ্গী কর্তৃক নারী নির্যাতন একটি স্বীকৃত মানবাধিকার, উন্নয়ন এবং জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা। বিশ্বব্যাপী প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন নারী জীবদ্দশায় স্বামী বা যৌন সঙ্গীর দ্বারা শারীরিক এবং/অথবা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকেন। গর্ভাবস্থা হচ্ছে এমন একটি সময় যখন নারীদের এবং তাদের অনাগত সন্তানের সুস্থতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং নারীরা এই সময় অন্তত নির্যাতনমুক্ত থাকবেন বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবচিত্রটি আসলে ভিন্ন। বিশ্বব্যাপী ১ থেকে ২৮ শতাংশ নারী গর্ভাবস্থায় স্বামী বা যৌন সঙ্গীর হাতে শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়ে থাকেন। গর্ভাবস্থায় নির্যাতনের শিকার প্রতি চারজন নারীর মধ্যে একজন জানিয়েছেন যে, তাদের তলপেটে আঘাত করা হয়েছিল এবং ৯০% ক্ষেত্রেই এই নির্যাতনকারী ছিলেন সন্তানের বাবা।

গর্ভাবস্থায় নির্যাতনের গুরুতর প্রভাব রয়েছে নারী ও তার সন্তানের ওপর। নারীদের উপর স্বল্পমেয়াদী স্বাস্থ্যগত প্রভাবের মধ্যে রয়েছে ক্ষত, গর্ভকালীণ বিষণ্নতা, উচ্চ রক্তচাপ এবং নেতিবাচক গর্ভ ফলাফল, যেমন: গর্ভপাত। এই নির্যাতনের প্রতিকূল সামাজিক প্রভাবের মধ্যে রয়েছে সঙ্গীর নিয়ন্ত্রণমূলক আচরণের কারণে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করা, কলঙ্ক, বর্ধিত অর্থনৈতিক চাপ এবং পারিবার থেকে সহায়তার অভাব। গর্ভাবস্থায় মায়ের উপর নির্যাতন শিশুদের জন্মকালীন স্বল্প-ওজন, মায়ের বুকের দুধের অপর্যাপ্ততা এবং স্বল্পমেয়াদী অপুষ্টির সাথে সম্পর্কিত। সংগৃহীত উপাত্ত থেকে জানা গেছে যে গর্ভাবস্থায় মায়ের উপর নির্যাতন শিশুদের বেশ কিছু দীর্ঘমেয়াদী পরিণতির সাথেও সরাসরিভাবে যুক্ত, যেমন: মনোযোগের ঘাটতি, অপুষ্টি এবং পিতামাতার নির্যাতনমূলক শাসন। নির্যাতন প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেবার ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। কিন্তু, এই বিশেষ ধরণের নির্যাতন এবং তার প্রতিরোধ ও মোকাবেলায় কী ব্যবস্থা নেয়া যায় সেই বিষয়ে আমাদের জ্ঞান এখনও অপর্যাপ্ত।

গবেষণার লক্ষ্য ও পদ্ধতি

IMPROVE_LIFE গবেষণা প্রকল্পের লক্ষ্য হলো গর্ভাবস্থায় নির্যাতনের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সংক্রমণ এবং এর স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যসংক্রান্ত ও সামাজিক ক্ষতিকর দিকগুলো সনাক্ত করা এবং সেগুলো কমানোর উপায়গুলো বোঝা। এই প্রকল্পটি বহুধারার বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে সংখ্যাগত এবং গুণগত গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করে বাস্তবায়িত হবে।

এই গবেষণার তথ্য-উপাত্তের দুইটি মূল উৎস, প্রথমটি MINIMat এবং দ্বিতীয়টি IMPROVE_LIFE। নভেম্বর ২০০১ - অক্টোবর ২০০৩ এর মধ্যে, বাংলাদেশের মতলব উপজেলায় সদ্য গর্ভবতী হওয়া সকল নারীদের MINIMat এ অংশগ্রহণ করার আহবান জানানো হয়েছিল। যারা রাজী হয়েছিল তাদের এবং তাদের এই গর্ভজাত সন্তানের (cohort) কাছ থেকে বিভিন্ন সময় নির্যাতনের তথ্যসহ অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। IMPROVE_LIFE গবেষণায় আবারও তাদের সবার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এই গবেষণাটি গর্ভাবস্থায় পারিবারিক নির্যাতনের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী এবং এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে বয়ে চলা প্রভাবগুলো এবং নির্যাতনের পিছনের সামাজিক এবং জৈবিক কারণগুলো জানার সুযোগ সৃষ্টি করবে। এই গবেষণার পরবর্তী ধাপে আমরা যুক্তরাজ্যের মত একটি উচ্চ-আয়ের দেশের নির্দিষ্ট একদল মানুষের (Cohort) উপর চলমান অন্য আরেকটি গবেষণার একই ধরণের তথ্য বিশ্লেষণ করে দুই জায়গার ফলাফল তুলনা করে দেখব।

গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ব্যবহার এবং তার প্রভাব

আমাদের গবেষণার ফলাফলগুলো গর্ভাবস্থায় নির্যাতন প্রতিরোধ এবং মোকাবেলায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নীতি এবং চর্চাকে অবহিত করবে। স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক স্টেকহোল্ডারদের সাথে যুক্ত হয়ে আমরা নারী নির্যাতন প্রতিরোধ এবং প্রতিকার বিষয়ে আমাদের প্রাপ্ত জ্ঞানকে সময়োপযোগীভাবে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হবো। আমাদের বিশ্বাস এর ফলে দীর্ঘমেয়াদে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হবে।

অর্থায়ন

এই প্রকল্পটি ইউরোপীয়ান রিসার্চ কাউন্সিল (ইআরসি) এর অধীনে ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের হরাইযোন ইউরোপ রিসার্চ এন্ড ইনোভেশন প্রোগ্রাম (প্রকল্প নং ১০১১২৪৭১৮) এর আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত হচ্ছে।